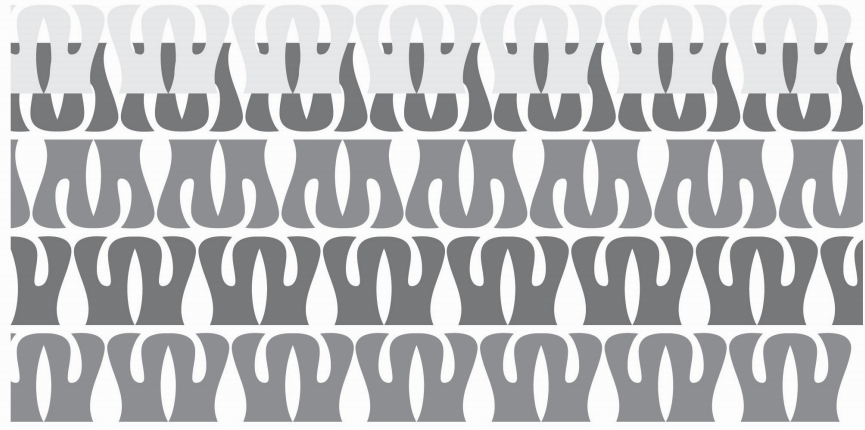


বাংলাদেশের সাহিত্য

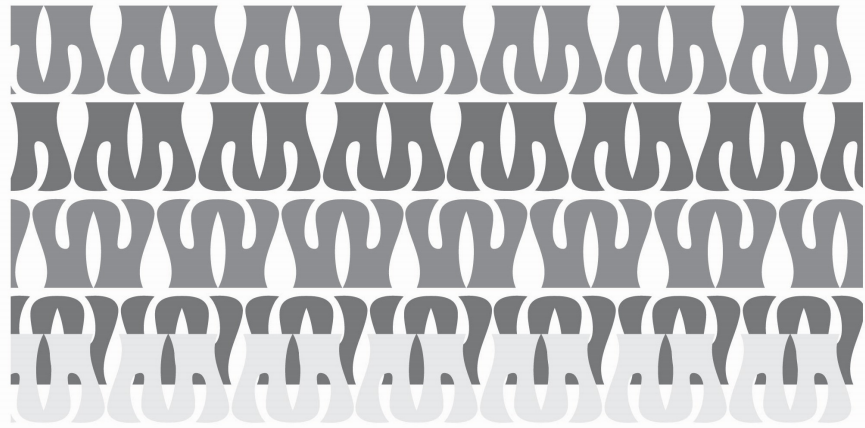
প্রথম খণ্ড ॥ উপন্যাস



বাংলাদেশের সাহিত্য

প্রথম খণ্ড ॥ উপন্যাস

ড. শাফিক আফতাব



আদিত্য প্রকাশ

আদিত্য

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশক
কাকলি বেগম
আদিত্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯০৬৭৮৬০৪, ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
একমাত্র পরিবেশক
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
বানান সমন্বয়ক
মোঃ মহিদুল ইসলাম
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ফ্রব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Bangladesher Shahittya (1st Khonda) (Upannas) by Dr. Shafiq Aftab
Published by Kakoli Begum

Adittya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 90678604, 01919664970
e-mail : adittya.prokash@gmail.com

Only Distributor
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
First Published : February 2024

Price : 500.00
US \$ 10

ISBN 978 984 97409 2 6

ঘরে বসে আদিত্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

<http://rokomari.com/adittyaaprokash> ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
<https://othoba.com> ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
<http://boibazar.com/adittyaaprokash> ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
<http://bdshopay.com/adittyaaprokash> ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
<http://porua.com.bd/adittyaaprokash> ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৮৮৮
<http://journeybybook.com/adittyaaprokash> ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

হৃদয়তায় ও বন্ধুত্বে একজন প্রকৃত মানুষের প্রতিকৃতি

অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ ইকরামুল ইসলাম

ট্রেজারার

সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাস : উৎস থেকে নিরন্তর ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত উপন্যাস : আলোচনা পর্যালোচনা ২৯

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাসিক পরিচিতি ২৬৫

প্রসঙ্গ-কথা

গদ্য উদ্ভবের প্রাক্কালেই বাংলা উপন্যাসের জন্ম। হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেসের *ফুলমনি করুণার বিবরণ*-এ উপন্যাসের উপাদান থাকলেও প্রথম উপন্যাস লেখার কৃতিত্ব প্যারিচাঁদ মিত্রের। আর শিল্পগুণসমৃদ্ধ উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বলে আমরা জানি। বঙ্কিম রোমান্সের জগতে ঘুরপাক খেলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের ‘আঁতের ঘরের খবর’ বের করে আনলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ণ ও বৈষম্যকে অবলম্বন করে সামাজিক অসংগতিকেই উপন্যাসের প্রধান বিষয় করলেন। ত্রিশোত্তর কথাসাহিত্যে যুক্ত হলো গ্রামীণ জীবনের আলোচ্য। পরবর্তী উপন্যাসের গতিপথ বিষয় ও বিস্তৃতিতে অবাধ। বিভাগোত্তরকালে উপন্যাসে বিষয় ও বিশ্লেষণে আসলো বৈচিত্র্য। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডে যে উপন্যাসগুলো রচিত হতে থাকল তাতে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও যুদ্ধদীর্ঘ দিনের আলোচ্যসহ জাতিসত্তার উৎস অনুসন্ধান মুখ্য হিসেবে দেখা দিলো। *বাংলাদেশ* নামক যে নবীন রাষ্ট্রের জন্ম হলো তার ইতিহাস সুদূর অতীত থেকে আগত হলেও সাহিত্যের পরিসীমা বিভাগোত্তরকাল থেকে সূচনা বলে ধরা হয়। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের সাহিত্য প্রথম খণ্ডে উপন্যাস শিল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রথম অধ্যায়ে উপন্যাসের উৎস থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত উপন্যাস সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৪৭ পরবর্তী উপন্যাসের ধারায় যে উপন্যাসগুলো প্রতিনিধিত্বশীল, জনপ্রিয় ও ক্লাসিকধারার এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত সেই উপন্যাসগুলো বাছাই করে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকের বোধকে শানিত করার মানসে তৃতীয় অধ্যায়ে উপন্যাসিকদের ও কিছু উপন্যাসের পরিচিতি প্রযুক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদী মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা যেমন মেটাবে তেমনি সাহিত্যের ছাত্র-অধ্যাপকের শ্রেণিচাহিদা প্রশমন করবে।

তথ্য ও উপাত্তের অভাবে কোনো কোনো উপন্যাসের ও উপন্যাসিকের নাম বাদ যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে তা যুক্ত করা হবে। *বাংলাদেশের সাহিত্য* ২য় ও ৩য় খণ্ডে গল্প, কবিতা ও নাটক পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কাগজের সংকট সত্ত্বেও গ্রন্থটি প্রকাশের ভার নিয়েছেন অনিন্দ্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী আফজাল হোসেন ভাই। তাকে ধন্যবাদ জানাই। সাহিত্য হোক মঙ্গল ও কল্যাণের। মানুষ পৃথিবীতে গড়াক মানবিক পৃথিবী।

২ জানুয়ারি ২০২৪

ঢাকা।

ড. শাফিক আফতাব

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।

প্রথম অধ্যায় বাংলা উপন্যাস : উৎস থেকে নিরন্তর

গদ্য উদ্ভবের প্রারম্ভেই উপন্যাসের জন্ম। যন্ত্রযুগের প্রভাব মানুষের যান্ত্রিক জীবনের প্রয়োজনেই উপন্যাসের রূপকল্প নির্মিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ছন্দোবদ্ধ, পদ্যময় সাহিত্যের স্থলে উপন্যাস মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ গাঢ়িক ক্যানভাস নিয়ে আবির্ভূত হয়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুন্স উপন্যাস লেখার চেষ্টা করলেও প্যারীচাঁদ মিত্রই বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রথম ঔপন্যাসিক হিসেবে অভিধা পান। ভবানীচরণের *নববাবু বিলাস* ও কলিকাতা *কমলালয়*’র ভাষা গদ্য হলেও মধ্যযুগের কাব্যময় ভাষার প্রভাব থেকে পরিদ্রাণ পায় নি। হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুন্সের *ফুলমনি* ও *করুণার বিবরণ* উপাখ্যানে উপন্যাসের করণকৌশল অনুপস্থিত। লেখিকা প্রতিবেদনের মতোন কাহিনি বর্ণনা করে গেছেন। ফলে কাহিনির কার্যকারণ ও চরিত্রের সঙ্গে কাহিনির সংশ্লিষ্টতা না থাকায় তা প্রতিবেদন হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রই অগ্রগামী। তবে প্যারীচাঁদের উপন্যাসে সমাজের কুরুচি ও অসঙ্গতির চিত্র প্রতিভাত হওয়ায় তা হয়ে উঠেছে নকশা জাতীয় রচনা। তারপরও বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রথম ঔপন্যাসিক হওয়ার গৌরব প্যারীচাঁদ মিত্রেরই। তিনি মূলত তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতা অঙ্কনের দিকেই ঝুঁকেছিলেন বেশি। ডিরোজিওর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হন নি। প্যারীচাঁদের *আলালের ঘরের দুলাল* নকশা জাতীয় রচনা হলেও তিনি সমাজের পূর্ণাঙ্গ রূপ অঙ্কন করেছেন, তা না হলে এ উপন্যাস সমাজের বহির্দৃশ্য অবলোকন করার পাশাপাশি গার্হস্থ্য জীবন দর্শন করতে পারতাম না।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখার গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি সমসাময়িক জীবনের ঘটনাপ্রবাহকে ইতিহাসের কাহিনিতে মিশিয়ে রোমাঙ্গধারার শিল্প রচনা করেছেন। ব্রিটিশ সরকারের আমলা হওয়ায় শিল্পের ক্যানভাসে সরাসরি কথা বলা তাঁর পক্ষে প্রায় কষ্টসাধ্য ছিল। এই কারণে তিনি ইতিহাসকেই প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে সমকালীন জীবন ও সমাজবাস্তবতাকে ন্যায় নীতির ক্ষেত্রে বন্দি করে সৃষ্ট নরনারীকে বিচিত্রভাবে রূপায়ণ করেছেন। এই কারণে দেখা যায় তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো অধিকাংশই রোমাঙ্গধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস। মানুষের মন ও সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক সমালোচক তাঁর বিরুদ্ধে যে অনুযোগ উত্থাপন করেন, আসলে তা নয়। তিনি একাধারে যেমন জীবনশিল্পী তেমনি তিনি নিয়মনীতিতে কঠোর, অনড় এক ন্যায় বিচারক।

কৃষ্ণকান্তের উইল বিশ্লেষণে দেখা যায় লেখক একজন মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনি কাহিনির সঙ্গে যে ইতিহাসের ঘটনা মিশিয়ে দিয়েছেন তা তাঁর কলাকৌশলগত দিক। আমরা জানি কোনো শিল্পই সরাসরি আমাদের কিছু বোঝায় না। বোঝালে তা সাহিত্য নয়, ইতিহাস। আর ইতিহাস সাহিত্য নয়। ইতিহাসের মানুষগুলো মৃত, অনুভবহীন, আর ইতিহাস থেকে নেয়া সাহিত্যের মানুষগুলো প্রাণবন্ত, অনুভূতিশীল, প্রেমিক ও যোদ্ধা। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মৃত মানুষগুলো নির্বাচন করেছেন এবং রূপ-রস-রং দিয়ে রক্তমাংসের মানুষে রূপান্তর করেছেন। এই কারণে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্প রচনায় প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের উপন্যাসের সমালোচনায় তাঁর যে অগভীরতার কথা বলেন তা প্রমাণের স্বপক্ষে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় :

রোহিনী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, ‘মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নতুন মুখ। আমি তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না।

এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না। (বঙ্কিম ১৯৯৬ : ৬৮)

বঙ্কিমের উপন্যাসে আপাত অগভীরতা ও অত্যধিক রোমান্সের আমদানি প্রসঙ্গে কতিপয় সমালোচক মন্তব্য করলেও তাঁকে সেই দায় থেকে মুক্তি দেয়া যায়। আমরা দেখেছি উপন্যাস শিল্পের বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে দুঃসাহস নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে বসেছিলেন, সেইসময় পাঠকের মনোরঞ্জন করাটা ছিল প্রধান লক্ষ্য, (যদিও বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের মনোরঞ্জনসমৃদ্ধ লেখা লিখতে চাননি) অপর দিকে ইংরেজ সরকারের আমলা হয়ে সাহিত্য নিয়ে প্রচারণা করতে গিয়ে ইতিহাসের গর্ভে প্রবেশ না করেও তাঁর কোন উপায় ছিল না। ইংরেজ সরকারের রোমান্স এড়িয়ে উপন্যাস শিল্পকে শিশুকাল থেকে যৌবনে পদার্পণ করা, পাঠকের মর্মে উপন্যাস শিল্পকে গেঁথে দেয়া; এইসব কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় হালকা ও চটুল ভাবের আমদানি তাঁকে প্রায়শ করতে হয়েছে। তবে মানবমনকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যত গভীরে তিনি নেমেছেন আজ পর্যন্ত মনে হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষেই তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয় মানবচরিত্রের রহস্য ও অন্তর্লোকের কামনা-বাসনার স্বরূপের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ। বিষয়গত দিক থেকে তাঁর উপন্যাসকে সমালোচকগণ দুইভাগে ভাগ করেছেন। ১. ঐতিহাসিক উপন্যাস, ২. সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাস। উভয় প্রকার উপন্যাসেই তিনি তত্ত্ব প্রচারে বদ্ধপরিকর। ঐতিহাসিক উপন্যাসে মাত্রাতিরিক্ত রোমান্সের অনুপ্রবেশে তিনি পাঠকের মনকে সহজেই নাড়িয়েছেন। সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা, জীবনসংকট, যাপিত জীবনের অন্তর্ঘাত মূর্ত করতে চাইলেও সেখানে রোমান্সের অনুপ্রবেশ অনায়াসেই ঘটে গেছে। শিল্প তার নিজের আসন ছাড়িয়ে কখনো কখনো বিচারকের আসন অলংকৃত করেছে। এই কারণে দেখা গেছে জীবন অনিবার্য

বিকাশকে তিনি নীতি দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন, বেঁচে থাকার মৌলিক আকাঙ্ক্ষাকে তিনি শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছেন। রোহিনীর হত্যাকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

ইন্দিরা, রজনী, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল- এই চারটি উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস হিসেবে ধরা হয়। উপন্যাস কয়টি নারী চেতনার আধিক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় এগুলো নায়িকা প্রধান উপন্যাসও বলা যায়। ইন্দিরা'য় স্বামীকে বশে রাখার কৌশল, শিক্ষাদীক্ষায় নিজেকে পুরুষের চেয়ে যোগ্যতর করে উপস্থাপন, কৃষ্ণকান্তের উইল-এ রোহিনীর গোবিন্দলালকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার কৌশল প্রতিভাত হয়েছে, এই কারণে এইসব উপন্যাসকে নায়িকা প্রধান উপন্যাস বলা যায়। ইন্দিরা উপন্যাসটিও নায়িকা প্রধান উপন্যাস। নামকরণের মধ্য দিয়েই সে ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। রজনী নারী চেতনার মূর্ত প্রতীক। হীরালালের সহিত গৃহত্যাগের মধ্য দিয়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষবৃক্ষ উপন্যাসটিতে প্রেমের জটিলতার দ্বন্দ্ব দেখানো হলেও বঙ্কিম এখানে আদর্শবাদী চেতনায় অবতীর্ণ। তিনি আদর্শবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রেমের বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। এখানে বঙ্কিমের পেশাজীবী মনোভঙ্গি চিত্রিত হয়েছে। এই উপন্যাসে আমরা বিধবা বিবাহের কুফল দেখতে পেয়েছি। নারীর মনের গহিন বিশ্লেষণসূত্রে ঔপন্যাসিক এখানে প্রেমময়ী নারীকে উপস্থাপন করেছেন। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসটি বিষয় ও চরিত্রায়ন পরিণতির দিক থেকে বিষবৃক্ষের সমগোত্রীয় মনে হয়। এ উপন্যাসে নারীর মোহন রূপ ও জীবনাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা দেখানো হয়েছে। রোহিনী এ উপন্যাসের প্রতিবাদী ও দ্রোহ চেতনায় উজ্জীবিত চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র পেশাগত জীবনের বিচারকী মনোভঙ্গি তাঁর শিল্পে প্রযুক্ত করেছেন। নীতি ও আদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর শিল্পকে শাসন করেছেন; যা আগেই উল্লেখ করেছি। বঙ্কিমের মতে উদ্দেশ্যহীন সাহিত্য কোন শিল্প নয়। তাঁর নিজের মতামত প্রযুক্ত করা যায় :

১. যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও হইবে না। লেখা ভালো হইলে যশ এমনই আসিবে।
২. টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে। এবং টাকাও পায়। লেখাও ভালো হয়। কিন্তু আমাদের এমন দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে লোকরঞ্জন প্রভৃতি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।
৩. যদি এমন বুঝিতে পারেন, লিখিয়া দেশে বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন, যাহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে। (মুখোপাধ্যায় ১৯৬৫ : ৮৯)

বঙ্কিমচন্দ্র আইন ও নীতি দিয়ে জীবনকে যতই শাসন করতে চান না কেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো তীব্র জীবনাকাক্ষায় উদ্বেলিত ও দ্রোহে প্রজ্জ্বলিত।

বঙ্কিমের পর বিস্ময়কর শিল্পপ্রতিভা নিয়ে বাংলা উপন্যাসে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বঙ্কিমের থেকে একধাপ এগিয়ে জীবনের ‘আতের ঘরের কথা’কে উপন্যাসের বিষয় ও উপকরণ করেন। বঙ্কিমের ন্যায় তিনি রোমান্সের ব্যাপ্ত জগতে বিচরণ করলেন না, সমাজকে অনুপুঞ্জ বিশ্লেষণে ব্যবচ্ছেদ করলেন। মানব মনের গহিনে প্রবেশ করলেন, গহিনতর স্তরে গিয়ে তুলে আনলেন মানবচরিত্রের রহস্য। নারী মনের বিচিত্র ভাবনা, নারী চরিত্রের রহস্য, নারীর রূপসৌন্দর্য; তা প্রতিস্থাপন করলেন শিল্পের ক্যানভাসে। সমকালীন রাজনীতি, নারী-পুরুষের মধ্যকার বিভেদ, দাম্পত্য সংকট, চিরায়ত সৌন্দর্যচেতনা তাঁর উপন্যাসে শিল্পসফলতায় চিত্রিত। কম বয়সে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখলেও তিনি প্রথম পর্যায়ের লেখাগুলোকে শিল্পজ্ঞান করেন নি। বিষয়টিকে বড় শিল্পীর বিনয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর *বৌঠাকুরাণীর হাট* ও *রাজর্ষি* উপন্যাস দুটি বঙ্কিমের আদলে রোমান্সময় কাহিনি নিয়ে রচিত। প্রথম পর্যায়ের রচনায় বঙ্কিমের প্রভাব এড়াতে সক্ষম না হলেও পরবর্তী পর্যায়ে তিনি উপন্যাসশিল্পে নিজস্ব ফর্ম, চরিত্রায়ন, প্লট বিন্যাসরীতি ও ভাষারীতি আনয়নে বিস্ময়করভাবে সফল হন। তাঁর উপন্যাসে নারীর রূপ একদিকে নান্দনিকতার আভাষ, অন্যদিকে সমকালীন সমাজবাস্তবতার নিরিখে দ্রোহী, গৃহী, মানবিক অনুভূতির বহুব্রীহিরূপে রূপান্তরিত। *চোখের বালি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পর্যায়ের রচনা। এ উপন্যাসে বঙ্কিমের *বিশ্ববৃক্ষের* প্রভাব লক্ষণীয়। তবে তিনি তাঁর নায়িকা বিনোদিনীকে বুদ্ধিমতী ধীরগতিসম্পন্ন পরিণামদর্শী হিসেবে অঙ্কন করেছেন। কুন্দ নন্দিনীর মতো অকস্মাৎ দৈববলে সে প্রেমে পড়েনি, প্রেমটা তার সুস্থির ভাবনার ফসল, গবেষকের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য :

কুন্দের প্রেম অতি সহজ ও সংকোচ-জড়িত, প্রণয়ের আবির্ভাব-অনভিজ্ঞ হৃদয়ের মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত সরলতাই ইহার প্রধান উপাদান। ইহার বর্ণনাও গীতিকাব্যোচিত উচ্ছ্বাসিত, ভাবাবেগপূর্ণ। ইহার দৈনন্দিন ইতিহাস পরিণতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। বিনোদিনীর প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির— ইহা অতি সুচতুর, কৌশলজালময় মায়াবিস্তার। কুন্দ অনেকটা অজ্ঞাতসারে অগাধ জলে, ঝাঁপ দিয়াছে— বিনোদিনীর প্রত্যেক পদক্ষেপ সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯২ : ১৪৭)

নৌকাডুবি রোমান্সধর্মী উপন্যাস। যদিও উপন্যাসিকের তা সচেতনপ্রয়াসজাত নয়, বলা যায় অবচেতনেই প্রযুক্ত হয়েছে। এতে ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগের আকস্মিকতায় মানবজীবনে সংঘটিত নানাবিধ বিপর্যয়-বিন্যাস আবার শেষ পর্যায়ে আকস্মিকভাবেই সকল বেদনার ইতিবাচক সমাধান সৃজন— এই দুয়ের দোলাচল *নৌকাডুবি* উপন্যাসের শিল্পসংকটে নিহিত।’ (শাহরিয়ার রহমান ২০০৮ : ৭৮) এই উপন্যাসে কমলা ও হেমামালিনী উভয় স্বতন্ত্র-স্বরূপে

রূপায়িত। তবে হেমামালিনী অপেক্ষা কমলা চরিত্রটি দ্রোহী, আলোকিত। সব বিরূপতা মেনে নিয়ে সে নিজের আদর্শ ও প্রেমের কাছে অবিচল ও দ্রোহ চেষ্টনায় উজ্জীবিত। *গোরা* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি যুগসন্ধিক্ষণের চিত্রায়ন করেছেন। উপন্যাসে নায়ক গোরা একদিকে যেমন সনাতনপন্থি অপরদিকে ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা প্রত্যাশী— এই জটিল দোলাচল চক্রে তার মনোলোক হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। সেই রক্তক্ষরণই *গোরা* উপন্যাস। *গোরা গোরা* উপন্যাসের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। ঔপন্যাসিক এই চরিত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষের আত্মবোধকে প্রকাশ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এই উপন্যাসে নারীরাও এসেছে স্বতন্ত্র আভা ও আলোকে। ‘ললিতার দৃষ্ট তেজস্বিতা তাহার প্রেমের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া তাকে সংকোচহীন ও মুক্তকণ্ঠ করিয়া তুলিল ও বিনয়েরও ভীৰু, দ্বিধা-দুর্বল চিত্তে তাহার কতকটা উত্তাপ সংক্রামিত করিল। তাহাদের মিলনের পথে যে সমস্ত কৃত্রিম সমাজ ও ধর্মমতমূলক বাধা মাথা তুলিয়াছিল, ললিতার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯২ : ১৫৩) ললিতার নির্ভীক বিদ্রোহের পাশে সুচরিতার অনেক শান্ত-ধীর, স্নিগ্ধ। তবে সুচরিতার আত্মবিশ্লেষণ আধ্যাত্মিক। কেননা ‘সুচরিতার চরিত্রের বিশেষত্বই এই যে আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসার পর দিয়াই ইহার পূর্ণ বিকাশ। তাহার সমস্ত যুক্তিতর্ক, তাহার সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ধূমাবরণের মধ্য দিয়াই তাহার ব্যক্তিত্ব ক্রমোজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় ভাস্বর হইয়াছে। সাংসারিক কর্তব্যের চাপে এ প্রকৃতি ফুটিত না, উচ্চকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণায় ইহা, স্বাধীনতা পাইত না, প্রেমের নিরঙ্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়া ইহার সার্থকতা লাভ হইত না। তর্কমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা গভীর জীবন-রহস্য ধরা যায় না— এই সাধারণ বিশ্বাস সুচরিতার চরিত্রের দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।’ (পূর্বোক্ত : ১৫৪) *যোগাযোগ* রবীন্দ্রনাথের বিশেষ রীতির উপন্যাস। তিনি এ উপন্যাসে স্বসৃষ্ট ফর্ম ব্যবহার করেছেন। এই কারণে কোন কোন সমালোচকের কাছে কিছু অসংগতি ধরা পড়ে। তবে গাণিতিক-প্রত্যাশা বাদ দিলে আমরা এতে ঔপন্যাসিকের অভিনব কৌশল প্রত্যক্ষ করি। বিলুপ্তপ্রায় সামন্তশাসনের সঙ্গে বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যকার শ্রেণিদ্বন্দ্বই মূলত *যোগাযোগ* উপন্যাস। এ উপন্যাসে নারীর আবহমান রূপের সঙ্গে দ্রোহরূপ এবং সময় ও সমাজের অনিবার্যভাবে শিকারের বলি হতে হয়েছে কুমুদিনীকে। স্বামীগৃহ থেকে তার ফিরে না আসার অভিপ্রায়ে কুমুদিনী পিতৃগৃহে গেলেও আসন্ন নবজাতকের অনিবার্য আগমনে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। উপন্যাসের শেষে সে আপাত পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে স্বামীগৃহে ফিরলেও স্বামীর প্রতি তার অনীহা বিতৃষ্ণা প্রতিভাত হলেও তার চিরন্তন শাস্বত রূপে মধুসূদন ছিল বিমোহিত। *ঘরে-বাইরে* রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার উপন্যাস। পরিবর্তমান সময় ও সমাজের অনিবার্য প্রভাবে ব্যক্তির অন্তরবাহিরে যে

রূপান্তর- তাই লেখক এখানে চিত্রায়িত করেছেন। উপন্যাস আখ্যানে দেখা যায়, নিখিলেশ বিমলা সুখী দম্পতি হওয়া সত্ত্বেও বিমলা অন্তরের অনিবার্য টানে সন্দীপের প্রতি আশাহত হয়। যদিও বিমলা চায় তার স্বামী নিখিলেশের জয় হোক, আর দশটি লোকের চেয়ে সে হোক স্বতন্ত্র, বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে অন্যতম। শেষের কবিতা ত্রিভুজ প্রেমের উপন্যাস। মানব মনের শাস্ত্রত সুন্দরতম অনুভবের প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। বাস্তবতার নিরিখে দৈনন্দিন জীবনে না পাওয়ার বেদনাকে অসীম প্রেমানুভবে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছেন লেখক। একই-সঙ্গে মানব মনের গহিনে বহুস্তর বিশিষ্ট যে বিশাল ক্যানভাস আছে, ঔপন্যাসিক মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তা ব্যবচ্ছেদ করতে সচেষ্ট। একজন মানব-মানবী একই-সঙ্গে দ্বৈতসত্তা ধারণ করে জীবন নির্বাহ করলেও কারো সঙ্গে কারো সংঘর্ষ হয় না তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই উপন্যাসে। উপন্যাসটির আখ্যানে আমরা দেখেছি অমিত-লাবণ্য রূপমাধুর্যে পরস্পরকে নিবেদন করলেও তাদের প্রেম বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। মনের শাস্ত্রত সুন্দরতম স্থানে তা স্বর্গীয় সুবাস হয়ে থাকে। মনোলোকের এই সুন্দরতম শাস্ত্রত অনুভব মহিমামণ্ডিত মানবপ্রেম, হৃদয়ধর্মের অনিবার্য শক্তিমঞ্জুষা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী। সমাজের অন্যায়ে অনাচার, কুসংস্কার ও নারী পুরুষের অন্তর্লীন হৃদয়ের প্রকাশ, নারীর লাঞ্ছনা-বঞ্চনা তাদের দ্রোহদৈন্য প্রভৃতি তাঁর উপন্যাসে শিল্পসফলতায় চিত্রিত। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। রবীন্দ্রযুগে জনগ্রহণ করেও তিনি আবহমান বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হৃদয় কেড়েছিলেন জীবনের গল্পসৃজনের যাদুস্পর্শে। শরৎ-এর কথাসাহিত্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় :

শরৎচন্দ্র, যে সমস্ত দুঃস্থ-ব্রণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজদেহে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাদের বিষ সমাজের অস্থিমজ্জায় ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার স্বাস্থ্য ও শক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছে, সেই সমস্ত দূরপন্থেয় কলঙ্কচিহ্নের প্রতি স্থায়ী সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সমাজ-বিধির এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও প্রতিকূলতা আমাদের আধিব্যাধিজর্জর, অভাবদৈন্যপীড়িত সংসারযাত্রাকে কত নিরর্থক দুর্বিষহ করিয়া তোলে, এই সমস্ত সমাজরচিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট বাধার চারিদিকে কত অশ্রুজল উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পারিবারিক সুখ-শান্তিকে যে ইহারা কীরূপ দুঃশ্বেদ্য নাগপাশের বন্ধনে বাঁধিয়াছে— শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমাদের সামাজিক জীবনের এই করুণ ও গভীর ব্যথাভর দিকটার প্রতিই সর্বাপেক্ষা বেশি ঝোক দেওয়া হইয়াছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯২ : ২৪১)